দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 15 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ......

■ ফাঁস রোধে অটোমেশন হচ্ছে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কার্যক্রম

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও ভাবা জরুরি

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে চাকরির প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন ফাঁসের মতো গুরুতর অপরাধের ঘটনা বন্ধ করা যাচ্ছে না। তবে এবার সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আরও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পুরো কার্যক্রম অটোমেশনে আনার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রশ্নপত্র প্রিন্ট করা যাবে। এমনকি যেসব কেন্দ্রে কানেকটিভিটির সুবিধা নেই, সেখানে একটি বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে পাঠানো হবে প্রশ্ন। সেখান থেকে প্রিন্ট করা যাবে। উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসার। প্রশ্ন হচ্ছে– প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশ্নপত্র ফাঁস একেবারে রোধ হবে– এমনটি কি আশা করা যায়? প্রাথমিক অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক না হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। দীর্ঘদিন থেকেই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কিন্তু কেন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে।

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হলো শিক্ষার উন্নয়ন। প্রবাদে আছে 'যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত।' জাতিকে উন্নত করতেই শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ নজর রাখা হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম থেকেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা, উপভোগ, সৃজন, মৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ কোথায়? পরীক্ষার চাপে ও আধিক্যে শিক্ষার আসল লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে না। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আমি সব সময়ই পরীক্ষার বিরোধিতা করি। পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহকে মেরে ফেলে। শিক্ষার্থীদের জীবনে কোনোভাবেই দুটির বেশি পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয়।' সেখানে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছরই মুখোমুখি হয় কয়েকটা পরীক্ষার! তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভাবার আগে আমাদের মূল নিয়ে ভাবা উচিত। ভাবা উচিত এই গলাধঃকরণ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। পরীক্ষাকে যদি আমরা গবেষণায় পরিণত করি, তবেই পেয়ে যাব প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, আর এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাব জ্ঞানী নাগরিক। মানুষের চিন্তার পরিবর্তন জিপিএ-৫ পাওয়ার সংস্কৃতিবিমুখ করতে পারলেই প্রশ্নফাঁস অনেকটা কমে আসবে এবং প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের সমস্যাও দূর হবে– এ প্রত্যাশা সবার। এ জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও ভাবতে হবে।